Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৫ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় ভাদ্র, ১৪৩১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না (সম্পাদকীয়)	৩
ড. গৌতম দত্ত	৬
ইন্টারন্যাশানাল কোয়ালিশন অফ লাইব্রেরি কনসোর্টিয়া (ICOLC) সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	
মলয় রায়	১২
আমার দেখা কিছু বিদেশী গ্রন্থাগার	
প্রবীর রায়চৌধুরী একাদশ স্মারক বক্তৃতা ২০২৪	১৬
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৭
গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ	১৯
মেদিনীপুর কে.ডি.কলেজে চালু হল সার্টিফিকেট কোর্স অন "অ্যাক্সেসিং ই-রিসোর্সেস এণ্ড ডেভলমেন্ট অব ই-স্কিল ফর লাইব্রেরি ইউজার্স"	১৯
পরিষদ কথা	২১
বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনা	২২
ড. প্রতাপ চন্দ্র রায় ও মানসী ঘোষ (রায়)	২৪
ভারতবর্ষে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার সূচনা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্‌কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাক আপ দেওয়া, ব্যাক আপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ blacal.org@gmail.com

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৫ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।।

ছাত্র আন্দোলন বিধ্বংসী রূপ পেলে তার অভিঘাত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিভিন্ন স্তরে কি বিষময় পরিস্থিতি টেনে আনে জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের প্রতিবেশী দেশ।

আমাদের দেশে বেকারত্ব কি স্তরে দাঁড়িয়ে আছে তা সকলের জানা। রাজ্যের নিরিখে দেখা যাচ্ছে স্কুল কলেজ সহ নানান ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। যেটুকু হচ্ছে তা দুর্নীতি প্রশ্নে জর্জরিত। এর মাঝে কিছুটা আলো সঞ্চারিত হয়েছিল রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়োগের বিষয়টি যখন প্রকাশ্যে এলো। কিন্তু ২০২১ সালের সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আজও সারা রাজ্যে পূর্ণতা পেল না। অধিকাংশ জেলায় নিয়োগ সম্পন্ন হলেও কয়েকটি জেলায় কর্মী নিয়োগ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। গ্রন্থাগার শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মপ্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনের সমস্ত দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরছেন। তাদের একটাই জিজ্ঞাস্য ঃ নিয়োগ কবে হবে? হতাশা, দুঃখ, যন্ত্রণা, বিরক্তি তাঁদের বিদ্ধ করছে। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে নানান দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য।

বিগত কয়েকটি সংখ্যায় আমরা অনেকভাবে এই জ্বলন্ত সমস্যায় আলোকপাত করেছি। আমরাও চাই নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হোক। রক্ষা পাক গ্রন্থ সংস্কৃতি। অচলায়তন উন্মুক্ত হোক। মৃতপ্রায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কিছুটা অক্সিজেন আসুক।

অভিজ্ঞতা বলছে মানুষ গ্রন্থাগার থেকে মুখ ঘোরাচ্ছে তার অন্যতম কারণ কর্মীর অভাবে গ্রন্থাগারগুলি বন্ধ। ২০২১ সালে যে সময়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বের হয়েছিল তার অনেক আগে থেকে নিয়োগের দাবি উঠছিল। বিভিন্ন মহলে নিয়োগের দাবি উঠতে থাকায় বলা হয়েছিল আগে নিয়োগবিধির অসম্পূর্ণতা দূর করতে হবে। সংশোধিত নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি প্রকাশ পায় ২০১৭ তে। তার পাঁচ বছর পর ২০২১ সালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পায়। ০১.০১.২০২২ তে প্রকাশিত সরকারি তথ্যে রাজ্যে ঘোষিত ৫,৫২০ জন কর্মীর মধ্যে ৪,০৭১ টি পদ শূন্য ছিল এবং তার মধ্যে ১,৫৭৩ টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক পদের।

প্রায় ৩ বছর হয়ে যাওয়ায় সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠছে নিয়োগে এত দেরি কেন? নিয়োগ সুষ্ঠুভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর ইচ্ছা মোতাবেক জেলার উচ্চ আধিকারিকদের নিয়ে নিয়োগ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন আদেশনামা জারি হয়েছিল। আদেশনামা নম্বর ৩৬৬(২)/এমইই দিনাঙ্ক ২৮.০৫.২০২৩ তে নিয়োগের প্রতিটি ধাপের জন্য যে দিন সূচি নির্ধারিত করা হয়েছিল এবং নিয়োগের প্রাক্ প্রস্তুতি হিসেবে অতিরিক্ত দুই-আড়াই মাস সময় ধরলে সর্বাধিক সময় লাগার কথা ৯০ থেকে ১২০ দিন। তাহলে এত সময় লাগলো কেন? যে রাজ্যে মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিকের লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট যথা সময়ের পূর্বে বার করা যায়, যেখানে পিএসসি তাদের পরীক্ষার বহু রেজাল্ট প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে বার করতে পারে তাহলে অল্পসংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগের বিষয়টি এত বিলম্বিত হচ্ছে কেন?

আমরা যতদূর জানি নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনি বাধাও নেই বললেই চলে। তাহলে আবারও প্রশ্ন ঃ— এত দেরি কেন? তাই সঙ্গতকারণেই দানা বাঁধছে নানা প্রশ্ন, নানা সংশয়। ঘরপোড়া গরু যে সিন্দুরে মেঘ দেখলেই ডরায়! নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরে চল নীতি নিচ্ছেন আধিকারিকদের একাংশ যাতে মন্ত্রী তথা সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। সংশ্লিষ্ট মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে যে, জেলা স্তরের আধিকারিকদের সাথে রাজ্য স্তরের আধিকারিকদের ইগোর লড়াইয়ে বলি হচ্ছেন চাকরি প্রত্যাশীরা। সংরক্ষিত পদের সমস্যা মেটাতে চলতি পদ্ধতি বা আইন ভুলে বিশল্যকরণীর খোঁজ চলছে গন্ধমাধব পর্বতে।

অথচ ইতিমধ্যে ১২টি জেলায় কর্মী নিয়োগ হয়েছে (মোট ২৯০টি শূন্যপদের মধ্যে ২৪৬টি) কিভাবে? ওই ১২টি জেলায় বেশ কিছু ডি এল ও পদে চার্জে আছেন ডি এম ই ই ও রা। কর্মদক্ষতায় তারা আজ চাপা হাসি হাসছেন। এ লজ্জা লুকাবো কোথায়?

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলি

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে)** প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৬০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ১৮০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্যচাঁদা বাকি থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলি** মানা প্রয়োজনঃ

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা **A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায়** পরিস্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশি হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **‘গ্রন্থপঞ্জি’** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জি বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরেজি তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজি** ভাষায় রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম** এবং **বাংলা ও ইংরেজি** ভাষায় **৭৫ শব্দের** (75 words) মধ্যে **সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে —

i) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির **‘কপিরাইট’** বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় না। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরেজি ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের** মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরেজি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরেজি যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরেজি ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে ‘এজেন্সি’** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য তিনশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে** সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা **পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা** পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম-৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ ঃ ৮২৭৬০ ৩২১০২

বি.দ্র : গ্রন্থাগার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ পেতে নজর রাখুন পরিষদের ওয়েবসাইট http://www.blacal.org তে।

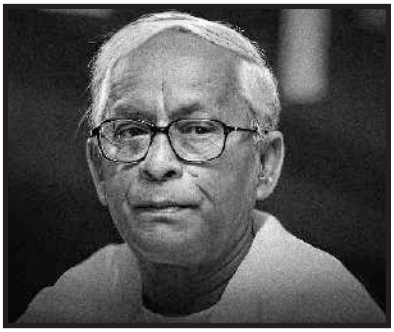

।। শোক সংবাদ।।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সংস্কৃতি দরদী, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে আমরা সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

— কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

।। শোক সংবাদ।।

বিগত ৯/৮/২০২৪ তারিখে প্রয়াত হলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য, প্রাক্তন সহ-কর্মসচিব শ্রী গুরুশরণ দাশগুপ্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

কয়েকবছর আগে গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান তাঁকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ছাড়া ও তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিষদ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

— কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ইন্টারন্যাশানাল কোয়ালিশন অফ লাইব্রেরি কনসোর্টিয়া (ICOLC) সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ড গৌতম দত্ত*

গ্রন্থাগারিক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ২৪/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

১. ভূমিকা

● কনসোর্টিয়া হলো একই ধরণের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা তৈরি একটি সমিতি যার প্রধান লক্ষ্য হলো একই ধরণের পরিষেবা নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের প্রদান করা। তথ্য বিস্ফোরণ, বাজেটের সংকুলান, তথ্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য লাইব্রেরি কনসোর্টিয়ামের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে লাইব্রেরি কনসোর্টিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারে ইলেকট্রনিক তথ্য সম্পদ সরবরাহ করা। কিন্তু বর্তমানে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন চাহিদার উপর নির্ভর করে লাইব্রেরী কনসোর্টিয়ার কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলেকট্রনিক কনটেন্ট লাইসেন্সিং, আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ, নথি বিতরণ, সংরক্ষণ, ইনস্টিটিউশনাল রিপোসিটরি, দলগত ক্রয়, শেয়ার্ড রিপোসিটরি, প্রশিক্ষণ, যৌথ তালিকা প্রকাশ, শেয়ার্ড অনলাইন ক্যাটালগ, সংগ্রহের ভাগাভাগি, বৈদ্যুতিন তথ্য লোড করা ও উপস্থাপন এবং পারস্পরিক ঋণ প্রভৃতি হলো বর্তমানে কনসোর্টিয়ার প্রধান কার্যকারিতা। এছাড়াও কনসোর্টিয়ার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। যেমন — গ্রন্থাগারের স্বয়ংক্রিয়তা ও দক্ষতার ভাগাভাগি, বিশেষ প্রযুক্তিগত উদ্যোগ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ভাগাভাগি, ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি, উপদেশ ও পরামর্শ, ডিসকভারি সার্ভিস এবং ওয়েবসাইট দ্বারা চালনা করা ইত্যাদি। বিগত কয়েক বছরে সারা বিশ্বে বেশ কয়েকটি কনসোর্টিয়া গঠিত হয়েছে। সেগুলির পর্যবেক্ষণের জন্য ও যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ICOLC-এর গঠন করা হয়েছে।

২. ইন্টারন্যাশানাল কোয়ালিশন অফ লাইব্রেরি কনসোর্টিয়া (ICOLC)

সারা বিশ্বে ২৩৮টি লাইব্রেরি কনসোর্টিয়া নিয়ে গঠিত একটি স্ব-সংগঠিত ও আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী হলো ইন্টারন্যাশানাল কোয়ালিশন অফ লাইব্রেরি কনসোর্টিয়া। এটি ১৯৯৬ সালে তৈরি হয়েছিল এবং এখনো পর্যন্ত সফল ভাবে এর কার্য সম্পাদন করে চলেছে। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লাইব্রেরি কনসোর্টিয়া নিজেদের সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখতে ই-মেল কথোপকথনের মাধ্যমে একটি তালিকা তৈরি করেন। ১৯৯৭ সালে কনসোর্টিয়াম অফ কনসোর্টিয়া (COC) নামে মিসৌরির সেন্ট লুইসে এই সম্প্রদায়ের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সাথে কনসোর্টিয়ার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় ইন্টারন্যাশানাল কোয়ালিশন অফ লাইব্রেরি কনসোর্টিয়া (ICOLC)।

ICOLC-তে অংশগ্রহণকারী কনসোর্টিয়াগুলি তাদের আকার ও ধরণ নির্বিশেষে সকল প্রকার সুবিধা ভোগ করে। এমন কি অংশগ্রহণের জন্য কোন রকম অর্থ প্রদানেরও প্রয়োজন হয় না। এখানে অংশগ্রহণকারী কনসোর্টিয়াগুলিকে একই ধরনের সমস্যাগুলি আলোচনার একটি মঞ্চ প্রদান করে। ICOLC বছরে দুইবার অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে। নতুন ইলেকট্রনিক তথ্য সংস্থান, ইলেকট্রনিক তথ্য প্রদানকারী ও সরবরাহকারীদের সহ মূল্য নির্ধারণের কৌশল এবং কনসোর্টিয়া সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রভৃতি, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হয়।

৩. উদ্দেশ্য

এই গবেষণাটির উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ —

- ICOLC-তে বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী কনসোর্টিয়ার সংখ্যা নির্ধারণ করা
- ICOLC-তে বিভিন্ন কনসোর্টিয়ায় অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা চিহ্নিত করা।
- কনসোর্টিয়ায় অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারের প্রকার ও ধরণ চিহ্নিত করা এবং

* দূরভাষ - ৯৮৩০৬ ৮৫০৯৩

- ICOLC-তে ভারতের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

৪. পদ্ধতি

উপরের উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য বিগত ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ICOLC-এর ওয়েবসাইটটির (https://icolc.net/) পর্যালোচনা করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত প্রধান ক্ষেত্রগুলি বিবেচনা করা হয়েছে। দেশভিত্তিক কনসোর্টিয়ার সংখ্যা, বৃহৎ কনসোর্টিয়াগুলিতে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং ধরণ। এছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে অংশগ্রহণকারী কনসোর্টিয়াগুলির ওয়েবসাইটও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপর সংগৃহীত তথ্যগুলি টেবিল ও শতাংশের হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. বিশ্লেষণ

৫.১ ICOLC-তে অংশগ্রহণকারি দেশ

ICOLC-এর ওয়েবসাইট থেকে দেখা যায় যে মোট ২৩৮টি কনসোর্টিয়া সারা বিশ্ব থেকে অংশগ্রহণ করেছে। সারণি-১ থেকে দেশভিত্তিক কনসোর্টিয়ার সংখ্যা নির্ধারণ করা যাচ্ছে।

সারণি-১

দেশভিত্তিক কনসোর্টিয়ার সংখ্যা ও শতাংশ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কনসোর্টিয়ার সংখ্যা	শতাংশ
1	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	120	50.42%
2	কানাডা	17	7.14%
3	জার্মানি	11	4.62%
4	ইংল্যান্ড	7	2.94%
5	অস্ট্রেলিয়া	5	2.1%
6	ভারত	5	2.1%
7	মাল্টিকান্ট্রি	4	1.68%
8	বেলজিয়াম	2	0.84%
9	চিলি	2	0.84%
10	ডেনমার্ক	2	0.84%
11	ফ্রান্স	2	0.84%
12	ইটালি	2	0.84%
13	কোরিয়া	2	0.84%
14	মালয়েশিয়া	2	0.84%
15	নেদারল্যান্ড	2	0.84%
16	নরওয়ে	2	0.84%

17	স্লোভেনিয়া	2	0.84%
18	স্পেন	2	0.84%
19	সুইডেন	2	0.84%
20	টার্কি	2	0.84%
21	অন্যান্য	43	18.07%

সারণি-১ থেকে দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্বে ICOLC-কনসোর্টিয়ার দেশভিত্তিক অংশগ্রহণ। বর্তমানে সারা বিশ্ব থেকে মোট ৬৩টি দেশ ICOLC-তে অংশগ্রহণ করেছে। মোট ২৩৮টি কনসোর্টিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ ১২০টি (৫০.৪২%) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এরপর যথাক্রমে কানাডার ১৭টি (৭.১৪%), জার্মানীর ১১টি (৪.৬২%) এবং ইংল্যাণ্ডের ৭টি (২.৯৪%) করে কনসোর্টিয়া রয়েছে। সারণি-১ থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের ৫টি (২.১%) করে এবং ১৩টি বিভিন্ন দেশের ২টি করে কনসোর্টিয়া রয়েছে। ১টি করে রয়েছে মোট ৪৩টি দেশের। এছাড়া মাল্টিকান্ট্রি অর্থাৎ কনসোর্টিয়ার উৎপত্তি হয়েছে একাধিক দেশ থেকে এমন কনসোর্টিযার সংখ্যা ৪টি।

৫.২. কনসোর্টিয়ামের অধীন সদস্য গ্রন্থাগার

ICOLC-এর ওয়েবসাইটটি পর্যালোচনা করে পাওয়া যায় যে কনসোর্টিয়ামগুলির অধীন মোট সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৮,৮৮৩টি।

সারণি-২

ICOLC-এর অধীন সদস্য কনসোর্টিয়ামের নাম, দেশ ও সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	কনসোর্টিয়াম	সংক্ষিপ্ত রুপ	দেশ	সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা
1	LibraryLinkNJ	LLNJ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	2466
2	INFOhio	INFOhio	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	2356
3	Minitex	Minitex	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	2160
4	Electronic Information for Libraries	EIFL	গ্লোবাল	2100
5	GALILEO (GeorgiA Library Learning Online)	GALILEO	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	2000
6	Massachusetts Library System	MLS	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	1550
7	Reaching Across Illinois Library System	RAILS	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	1269
8	Lyrasis	Lyrasis	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	1100
9	Connecticut Library Consortium	CLC	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	824
10	National Electronic Information Consortium	NEICON	রাশিয়ান ফেডারেশন	819
11	China Academic Social Sciences & Humanities Library	CASHL	চিন	775

12	TexShare	TSLAC	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	700
13	Midwest Collaborative for Library Services	MCLS	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	671
14	Korean Electronic Site License Initiative	KESLI	কোরিয়া	645
15	Tenn-Share		মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	625
16	Wisconsin Library Services	WiLS	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	600
17	Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resources	JUSTICE	জাপান	555
18	Illinois Heartland Library System	IHLS	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	524
19	Amigos Library Services	Amigos	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	500
20	Jisc Collections		ইংল্যান্ড	500
21	Online Dakota Information Network	ODIN	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	500
22	Academic Consortium of Electronic resources	ACE	কোরিয়া	432
23	National Digital Library Program	NDLP	পাকিস্তান	425
24	Portal de Periodicos da CAPES	Periodicos/CAPES	ব্রাজিল	425
25	Colorado Library Consortium	CLiC	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	423
26	FinELib	FinELib	ফিনল্যান্ড	420
27	Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries	LIBER	নেদারল্যান্ড	407
28	Kentucky Virtual Library	KYVL	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	350
29	Southern Ontario Library Service	SOLS	কানাডা	317
30	e-ShodhSindhu: Consortium for Higher Education Electronic Resources	e-SS	ভারত	308

সারণি-২ থেকে ICOLC-এর অধীন সদস্য কনসোর্টিয়ামের নাম, দেশ ও সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়। এখানে সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে প্রথম ৩০টি কনসোর্টিয়ামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের LLNJ, INFOhio ও Minitex যথাক্রমে ২৪৬৬, ২৩৫৬ ও ২১৬০ সংখ্যক সদস্য গ্রন্থাগারের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সারণি-২ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে প্রথম ৩০টি কনসোর্টিয়ামের মধ্যে ১৭টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। বাকি যেকটি কনসোর্টিয়াম প্রথম তিরিশে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে কোরিয়া থেকে দুটি কনসোর্টিয়াম (KESLI ও ACE) এবং বাকি সকল দেশের একটি করে কনসোর্টিয়াম রয়েছে।

৫.৩. কনসোর্টিয়ামের অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্য গ্রন্থাগারের ধরণ

ICOLC-তে অংশগ্রহণকারী ২৩৮টি কনসোর্টিয়ার

বেশিরভাগই একাধিক ধরণের গ্রন্থাগারের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে। ধরণগুলির মধ্যে অন্যতম হল, শিক্ষালয় গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, হাসপাতাল গ্রন্থাগার, আইন গ্রন্থাগার, গবেষণা গ্রন্থাগার, যাদুঘরের গ্রন্থাগার ও রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার।

সারণি-৩

সদস্য গ্রন্থাগারের ধরণ ও সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের ধরণ	সংখ্যা
1	মিশ্র	127
2	শিক্ষালয় গ্রন্থাগার	90
3	সাধারণ গ্রন্থাগার	8
4	বিশেষ গ্রন্থাগার	5
5	রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার	3
6	বিদ্যালয় গ্রন্থাগার	2
7	হাসপাতাল গ্রন্থাগার	2
8	গবেষণা গ্রন্থাগার	1
9	আইন গ্রন্থাগার	0
10	যাদুঘরের গ্রন্থাগার	0
	মোট	238

সারণি-৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে একাধিক ধরনের গ্রন্থাগারের সংমিশ্রণে যে কনসোর্টিয়া তৈরি হয়েছে তার সংখ্যাই সর্বাধিক ১২৭টি। এরপর শুধুমাত্র শিক্ষালয় গ্রন্থাগার নিয়ে তৈরি কনসোর্টিয়ার সংখ্যা ৯০টি। পরিশেষে দেখা যায় যে ICOLC-এর অধীন এমন কোনো কনসোর্টিয়া নেই যেখানে কেবলমাত্র আইন গ্রন্থাগার বা যাদুঘরের গ্রন্থাগার আছে।

৬. ICOLC-তে ভারতীয় অংশগ্রহণ

ভারতও ICOLC-তে অংশগ্রহণকারী একটি দেশ। ভারতবর্ষ থেকে মাত্র ৫টি কনসোর্টিয়া এখনো পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করেছে। এগুলি হলো —

৬.১ Delcon কনসোর্টিয়া

এটি ভারতের জাতীয় জৈবপ্রযুক্তির কনসোর্টিয়াম। এই কনসোর্টিয়ামের সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৪টি। এতে দুই প্রকারের সদস্য রয়েছে যথা শিক্ষালয় গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার।

৬.২ e-Sodhsindhu অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার জন্য ইলেকট্রনিক সম্পদের কনসোর্টিয়াম। এটি ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (MHRD) দ্বারা গঠিত যা UGC-INFONET Digital Library Consotia, N-LIST ও INDEST-AICTE Consotia-এর একত্রীকরণের দ্বারা তৈরি হয়েছে। এর শিক্ষালয় সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩০৮টি। এছাড়া ৩০০০টিরও বেশি মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার সদস্য হিসেবে আছে।

৬.৩ INDEST-AICTE Consortia হলো প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জন্য ভারতের জাতীয় ডিজিটার গ্রন্থাগার। এটি c-SS কনসোর্টিয়ামের সাথে একত্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে। এর মূল শিক্ষালয় সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৬২টি। এছাড়া ১২০০ অন্যান্য সদস্য গ্রন্থাগার রয়েছে।

৬.৪ জাতীয় জ্ঞান সম্পদ কনসোর্টিয়াম হলো গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থাগারের কনসোর্টিয়াম। এই কনসোর্টিয়ামের সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৫৭টি।

৬.৫ VTUCON

এটি বিশ্বেশ্বরায়া প্রযুক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়, VTU সরকার, কর্নাটক-এর কনসোর্টিয়াম। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষালয় সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২১১টি।

৭. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে ICOLC সারা বিশ্বে মূলত কনসোর্টিয়াগুলির শক্তি হিসাবে কাজ করে। এটি পারস্পরিক যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে বহু বছর ধরে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে। ফলস্বরূপ সারা বিশ্বে কনসোর্টিয়াগুলির কনসোর্টিয়া হিসাবে এটি চিহ্নিত। সারা বিশ্বের ৬৩টি দেশের মোট ২৩৮টি কনসোর্টিয়া ICOLC-এর সাথে যুক্ত। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অংশগ্রহণকারী কনসোর্টিয়ার সংখ্যা সবথেকে বেশি। শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরণের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সবথেকে বেশি হয় বলে এই ধরণের

গ্রন্থাগারগুলির কনসোর্টিয়ায় যোগদান সব থেকে বেশি। ICOLC-এর ওয়েবসাইট থেকে আরো দেখা যায় যে সরকারি সংস্থার থেকে অলাভজনক সংস্থাগুলি কনসোর্টিয়ার পরিচালনার অনেক বেশি অংশগ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী

- Ayoub, A., Amin, S., & Wani, Z. A. (2018). International Coalition of Library Consortia (ICOLC): Exploring the Diversity and Strength of Participating Library Consortia. Library Philosophy and Practice, 1-17. (e-journal). 2115. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2115
- Feather, C. (2015). The International Coalition of Library Consortia: orgins, contributions and path forward. Insights, 28(3). https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.260/
- Ghosh M. (2011). Consortia and cooperation in Libraries: a review of literature. Researchgate. Conference book chapter. https://www.researchgate.net/publication/264397460
- https://en.wikipedia.org/wiki/Interntional_Coalition_of_Library_Consortia
- ICOLC Website https://icolc.net/accessed on March, 2024
- Litsey, R. (2015). Library Consortia: Models for Collaboration and Sustainability. Eds. Valerie Horton and Greg Pronevitz for American Library Association. Chicago: American Library Association, 2015. 216p. $65.00 (ISBN-13: 978-0-8389-1218-8). College & Research Libraries, 76(6), 850-851.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

বার্ষিক সাধারণ সভা

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে পরিষদ ভবনে। নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়ে পরিষদের সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিত হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

—কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

TI

TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9

Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

আমার দেখা কিছু বিদেশী গ্রন্থাগার

মলয় রায়*
ভূ-পর্যটক

আমাকে আপনারা লেখার আমন্ত্রণ জানানোয় আমি একই সঙ্গে গৌরবান্বিত এবং আশংকিত। গৌরবান্বিত এই ভেবে যে আমার মত একজন সাধারণ গ্রন্থাগারপ্রেমীর কথা শুনতে চাইছেন গ্রন্থাগার কর্মীরা — যাঁরা অষ্টপ্রহর আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকেন গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ভাবনায়। আবার আশঙ্কিত এই ভেবে যে গ্রন্থাগার পরিষেবা-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার বিশদ কোন ধারণাই নেই। তবে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আবেগ বা ভালোবাসার কখনো কোনো ঘাটতি হয়নি। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রন্থাগারের নিঃস্বার্থ নিরলস গ্রন্থাগার কর্মীদের। তারা যে ভালোবাসা আমার মনে পোষিত করে দিয়েছিলো তা এখনও বিদ্যমান। সেই ভালোবাসা, সেই আবেগের তাড়নায় ভারতের বা ভারতের বাইরে যে জায়গাতেই কোন দরকারে বা শুধুই বেড়াতে যাই, সেখানেই সমস্ত কাজের আগে সেই অঞ্চলের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিই এবং কিছুটা সময় কাটাই। তাতে আমার নিজস্ব কর্মসূচি বা ভ্রমণসূচি খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কারণ হয়ত যুক্তিহীন আবেগ। এর সঙ্গে পেশাগত বা আর্থিক লাভের কোন যোগ নেই। জানার আগ্রহ থেকেই জানা। আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জানা বা তথ্য-সংগ্রহ আপনাদেরকে খুশী করতে পারবে কিনা সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বটা সাথে নিয়েই লিখতে বসা। দেশের গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলেও বিদেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না।

আগ্রহটা তৈরি হয়েছিল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ার সময় যখন জানলাম যে ব্রাউন চার্জিং এর বিকল্প ব্যবস্থার আবিস্কারক নেওয়ার্ক পাবলিক লাইব্রেরি। সেটা আমেরিকার কোথায় এবং কে আবিষ্কর্তা — সে উত্তর ক্লাসে পাইনি। মনে রাখবেন ১৯৭৪ সালে ইন্টারনেট বা আন্তঃজাল স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু তখনই ভেবে নিলাম নেওয়ার্ক পাবলিক লাইব্রেরিটা দেখব। জানব কে এই সিস্টেমের আবিস্কর্তা। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমাদেরকে পরাতে এসেছিলেন অধ্যাপক অমর কুমার লাহিড়ী (ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ঝুম্পা লাহিড়ীর বাবা)। তার সঙ্গে আলোচনায় যখন বোঝাতে চাইলাম যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন সেদেশে কম্পিউটারের সীমিত ব্যবহার শুরু হয়েছে, আমাদের বেশিরভাগ গ্রন্থাগারে তখনও হাতে লেখা বুক-ক্যাটালগ। আমার কথায় বিরক্ত হয়ে উনি বলে দিলেন — ''যান না নিজে গিয়ে দেখে আসুন না ঠিক বলছি কিনা''। খুবই আঘাত পেয়েছিলাম, মনে হল আমাকে উপহাস করা হল। একই সঙ্গে জেদটাও বেশি করে চাপলো।

এরপর শুরু হল আমার লাইব্রেরি দেখা। বললেই ত হয় না, প্রচুর খরচ ও সময় সাপেক্ষ। ঠিক করে নিলাম পৃথিবীর প্রথম দশটা বড় লাইব্রেরির অন্ততঃ দু-তিনটে এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় গ্রন্থাগারগুলোর কাজকর্ম দেখব পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীতে। তারমধ্যে নেওয়ার্ক পাবলিক লাইব্রেরিও থাকবেই। কোন সরকারি বা বেসরকারি ডেলিগেশনের সদস্য না হয়ে বিদেশের লাইব্রেরির কাজকর্ম দেখা বা বুঝতে চাওয়া খুব সহজ সাধ্য নয়। অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়, অনেক সত্যি-মিথ্যার আড়াল নিয়ে এগোতে হয়েছে।

এইবার অভিজ্ঞতাগুলো আংশিক ভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যদি তার ক্ষুদ্রাংশও আপনাদের কাজে লাগে তবে আমার এখানে আসাকে সার্থক মনে করব। প্রথম বিদেশ ভ্রমণ ভুটান আর সদ্য ঘুরে এসেছি মালদ্বীপ। এই দুটো লাইব্রেরির কথা পরে বলব। প্রথমেই আসি পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস'র কথায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ানোর সময় অবশ্যই পড়ানো হয় গ্রন্থাগার স্থাপত্যের কথা। গ্রন্থাগার উপযোগী ভবন তৈরির কথা। অর্থাৎ গ্রন্থাগার পরিষেবায় সক্ষম ও কার্যকরী ভবন। সেখানে নান্দনিক সৌন্দর্যের উপর খুব গুরুত্ব দেখা যায় না। কিন্তু 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' দেখতে এসে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলাম — এর ভবনগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্য দেখে। এই গ্রন্থাগারের তিনটি ভবন — ফারসন, এ্যাডাম ও ম্যাডিসন। এখানে শুধু নান্দনিক স্থাপত্যই নয়, একই সঙ্গে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের মূল ভবন অর্থাৎ

* দূরভাষ - ৯৮৩০৫ ৪১৮৪৭

থমাস জেফারসন ভবনটির স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং অন্যান্য সংগ্রহ ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য রয়েছে গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা। তিনতলা এই ভবনটির মাঝখানে সমতল ছাদের বদলে রয়েছে বিশাল গম্বুজ। গম্বুজটির ঠিক মাঝখানে গোলাকৃতি কাঁচের দেয়ালের উপরে ছোট গম্বুজ আকৃতির ছাদ। গম্বুজের ঠিক নীচেই দোতালায় রয়েছে গোলাকৃতি বিশাল রিডিংরুম। আর গম্বুজের উপরে মাঝখানে থাকা কাঁচের দেয়াল ভেদ করে আসতে পারে প্রাকৃতিক আলো। নীচু ধরণের একতলায় ঢুকলেই বাঁদিকে চোখে পড়বে **ভিজিটারস থিয়েটারস** এবং গাইডেড ট্যুর রুম। আর সোজা এগিয়ে গেলে বিশাল বাথরুম যা আমেরিকান ভাষায় রেস্ট রুম, তার ডানদিকে ব্যাগপত্র জমা রাখার ঘর। ব্যাগপত্র জমা রেখে ভিজিটার্স সেন্টারের বাঁদিকের গলি ধরে একটু এগিয়ে গেলেই 'জজ এ্যাণ্ড ইরা গারসউইন' রুম। আর একটু এগিয়ে কোণের হলটির নাম 'হোম ফর আমেরিকা', পারফর্মার্স, পলিটিক্স এ্যাণ্ড পপ কালচার। এবার সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলে কোণের হলঘরটির নাম ইয়ং রিডার্স সেন্টার। গাইডেড ট্যুর শুরু হয় দোতলা বা মেজেনাইন ফ্লোর থেকে। ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল দরজা বা গেটটার ওজন তিন টন। এটা একই সঙ্গে অক্ষরবিহীন জ্ঞান, পুঁথিপত্র ধরে রাখা জ্ঞান এবং ছাপানো গ্রন্থাদির জ্ঞান এর প্রতীকী সমাহার। এই দরজা এবং করিডরের মডেলটি তৈরি করেছিলেন আমেরিকায় কয়েকজন বিখ্যাত স্থপতি এবং ভাস্কর। প্রবেশ কক্ষের ছাদ মুড়ে দেওয়া আছে তেইশ ক্যারাট সোনার পাতে। দু পাশে রয়েছে রোমান দেবী-মিনার্ভার আটজোড়া মূর্তি। মিনার্ভা একই সঙ্গে যুদ্ধ এবং জ্ঞানের প্রতীক। বাঁদিকের দেবী মূর্তিগুলির এক হাতে রয়েছে মশাল ও অন্য হাতে তরবারি। আর ডানদিকের দেবীমূর্তিগুলির এক হাতে রয়েছে গ্লোব অন্য হাতে রোল করা কাগজ। অর্থাৎ বাঁদিকে রক্ষাকারীর ভূমিকায় এবং ডানদিকে জ্ঞানপ্রদানকারীর ভূমিকায়। করিডরের ডানদিক ঘেঁষে এখান থেকেই গাইডেড ট্যুরের শুরু। এখানকার দেয়াল এবং ছাদে লিখিত আছে অনেক কবি বিশেষত আমেরিকান কবিদের নাম। বিশিষ্ট কবিদের কিছু কবিতার পংক্তিও লেখা আছে দেয়ালে। আছে তিনটি নারী এবং একটি পুরুষ মূর্তি, কবিতার প্রতীক। পূর্বদিক অর্থাৎ বাঁদিকের দেয়ালের শেষ প্রান্তে অঙ্কিত বিশাল ম্যুরালটি নাকি একই সঙ্গে করুণা, সত্য, ত্যাগ, আবেগ, সৌন্দর্য এবং আনন্দের প্রতীক। কড়িডরের ডানদিকে রয়েছে মেম্বার্স রুম এবং কংগ্রেশানাল রিডিং রুম। কেবলমাত্র সাংসদদের ব্যবহারের জন্য। ওরিয়েন্টার গ্যালারি পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে 'গ্রেট হল' নামক বিশাল হল ঘর। স্থাপত্যের বিস্ময় এই হল ঘরের ছাদ — মেঝে থেকে পঁচাত্তর ফুট উঁচুতে অবস্থিত, কারণ হল উপরের গম্বুজ। ঘষা কাঁচে তৈরি এই ছাদ দিয়ে প্রাকৃতিক আলোর ঢোকবার ব্যবস্থা আছে। ছাদের বীমগুলো এ্যালুমিনিয়ামের পাতে মোড়া। মার্বেলে তৈরি মেঝের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে পেতলের সূর্যাকৃতি গোলক। এই সূর্য থেকে বেরোনো চারটে কিরণ চারটি দিক নির্দেশ করে। আর এই পেতলের সূর্যকে ঘিরে চারদিকে রয়েছে চারটে গোলক। যার প্রতিটির মধ্যে অঙ্কিত আছে বারটা রাশির চিহ্ন। পশ্চিম দেয়ালের দুটো খোপে রয়েছে দুটো মুখোশ। পূর্বদিকের দেয়ালে বানানো আছে একটা ধনুক সহ মানুষের মূর্তি, নীচে লেখা আছে ছাত্র। এবার মূল পাঠকক্ষের সামনের দেয়ালে লেখা আছে 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস'। এর উপরেই একটা ফলক, তাতে লেখা আছে ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি এবং ভাস্করদের নাম যারা এই ভবন নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার ওপরে রয়েছে একটি ডানা মেলা ঈগলের মূর্তি — যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। এই হল থেকে মূল পাঠকক্ষে ঢোকার আগেই দুপাশে রয়েছে দুটো ঘোরানো সিঁড়ি। দুটি সিঁড়িরই প্রথম স্তম্ভের মাথায় বসানো আছে ব্রোঞ্জের দুটো নারী মূর্তি। দণ্ডায়মান মূর্তি দুটোর উত্তোলিত ডান হাতে রয়েছে মশাল। যেন অনেকটা স্ট্যাচু অব্ লিবার্টির ছোট সংস্করণ। সিঁড়ির রেলিং-এর বাইরের দিকে মার্বেলে খোদাই করা আছে অনেকগুলো শিশু মূর্তি। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে কোন না কোন কাজের যন্ত্র। এগুলো আধুনিক জীবনযাত্রা এবং প্রযুক্তির প্রতীক। হল ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা গ্লোবের অর্দ্ধাংশ দেখানো আছে আফ্রিকা ও দুই আমেরিকা মহাদেশ। তেমনিভাবে উত্তরদিকে রয়েছে এশিয়া, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। এবার পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে বিশাল করিডোর। এর ধনুকাকৃতি ছাদে মোজাইকের আবরণ। সেই মোজাইকে অঙ্কিত আছে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকানদের অবদানের কথা। আর ছাদের মাঝামাঝি তিনটে মেডেলে অঙ্কিত রয়েছে থিওলজি, আইন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতীক। ছাদের ঠিক নীচে রয়েছে ছটা পেইন্টিং। বাঁদিক থেকে ডানদিকে ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হয়েছে 'বিবর্তনে বই'। মানুষের কথা বলা, স্মৃতি লেখা এবং ছাপানোর বিভিন্ন পর্যায়, বই বাঁধানোর বিভিন্ন স্তর। এখানেই সিঁড়ির পাশে প্রদর্শিত হচ্ছে কাঁচের বাক্সে রাখা দুটো বাইবেল। একটা ভেলামে (চামড়া)

ছাপা গুটেনবার্গের প্রথম বাইবেল, অন্যটা মেইনজের বিশাল হাতে লেখা বাইবেল।

পূর্বদিকের করিডরের শেষ প্রান্তে আঁকা রয়েছে সুশাসন, দুঃশাসন, হানাহানি, শাস্তি, শান্তি, স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতীকী অঙ্কন। উত্তর দিকের করিডরে অঙ্কিত রয়েছে পরিবার, বিনোদন, পাঠ, শ্রম, ধর্ম এবং বিশ্রাম। ছাদের মোজাইকে লেখা আছে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের নাম। পরিবার ছবি নিচে লেখা আছে লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিকের নাম। এই করিডরের বাঁদিক-ঘেঁসেই রয়েছে গ্রন্থাগারিকের অফিস ও পাশাপাশি তিনটে মিটিং রুম। দোতলা থেকে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেই তিন তলার পূর্বদিকের করিডর। এখানে রয়েছে আটটা চিত্র, সেই চিত্রগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্যের শাখা। ছাদে তিনটে অঙ্কনের মাধ্যমে মানুষের শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য তুলে ধরা হয়েছে। আর ছাদের দুই প্রান্তে ছাপাখানার আধুনিকীকরণে যে-সব আমেরিকানদের অবদান তাদের নাম লিখিত আছে। এই করিডর থেকেও গোলাকৃতি বিশাল রিডিং রুমটি পরিষ্কার দেখা যায়। অনুমতি ছাড়া গাইডেড ট্যুরে ভেতরে ঢোকা নিষেধ। আবার সিঁড়ির দিকে ঘুরলেই চোখে পড়ে 'মিনার্ভা অব পিস'-এর বিরাট চিত্র। রিডিং রুমের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এর ডানদিকে স্ট্যাচু অব্ ভিক্ট্রি এবং বাঁদিকে মিনার্ভার প্রতীক প্যাঁচার ছবি। মিনার্ভার মূর্তির বাঁ হাত থেকে ঝুলছে একটি তালিকা, যাতে লেখা আছে 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থসামগ্রীর মূল বিষয়গুলোর নাম। ভিজিটার্স গ্যালারি থেকেই রিডিং রুমের গম্বুজাকৃতির ছাদের একশ ফুট উচ্চতার শীর্ষ বিন্দুর নীচের খোপে একটা বিশাল নারীমূর্তি, যার মর্মাবাণী মানবিক বোধ। তার নীচেই বৃত্তাকারে অঙ্কিত আছে দশটা অবয়ব, পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতিতে অবদানকারী দশটা দেশের প্রতীক। রিডিং রুমের মোট আটটা অর্ধবৃত্তাকার জানালার উপরের দিকে ঘষা কাঁচে অঙ্কিত আছে যুক্তরাষ্ট্রের আটচল্লিশটা রাজ্যের প্রতীক। তখনও কিনে নেওয়া আলাস্কা, দখল করে নেওয়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ রাজ্যের মর্যাদা পায় নি। গম্বুজকে ধরে রাখা আটটা বিশাল বিশাল স্তম্ভের গায়ে রয়েছে দশ ফুট করে লম্বা আটটা বিশাল নারীমূর্তি। তারা হচ্ছেন ধর্ম, বাণিজ্য, ইতিহাস, কলা, দর্শন, আইন, বিজ্ঞান এবং কবিতার প্রতীক। এই গ্রন্থাগারের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা সব কিছুতেই কবিতার যতটা গুরুত্ব, সাহিত্যের অন্য শাখার তত গুরুত্ব নেই। বিশাল করিডরের খোপের আট জোড়া-মূর্তি হল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বরেণ্য ব্যক্তিদের। যেমন মুসা ও সেন্ট পল্স — ধর্ম, কলম্বাস ও রবার্ট ফুলট্রন — বাণিজ্য, হেরোডোটাস ও এডওয়ার্ড গিবন — ইতিহাস মাইকেল এ্যাঞ্জেলো ও বিটাভেন — শিল্পকলা, প্লেটো ও ব্যাকন — দর্শন, হোমার ও শেক্সপীয়র — কাব্য, সেলেন এবং জেমস কেট — আইন এবং নিউটন ও জোসেফ হেনরি — বিজ্ঞান। পাশ্চাত্য জগতের এবং বাণিজ্যের বাইরে এরা কিছু ভাববে না সেটা প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে! মুসার স্থান আছে অথচ বুদ্ধের স্থান নেই! উত্তর করিডরের ছাদের প্রতীকী চিত্রে অঙ্কিত আছে অনুভূতি বা ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্বাদ, গন্ধ, দৃশ্য, শব্দ ও স্পর্শ। এই করিডরের পশ্চিম প্রান্তের ছাদের নীচে অঙ্কিত আছে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সীলমোহরের দুই পিঠ এবং তিনটি বাণী — সামঞ্জস্য, স্মৃতি এবং সৌন্দর্য সম্পর্কিত। দেয়ালে চিত্রিত আছে প্রজ্ঞা, বোধ, জ্ঞান এবং দর্শনের প্রতীক। পূর্ব প্রান্তে চিত্রিত রয়েছে পশ্চিম গোলার্ধের বিরাট ম্যাপ। একবার দরজা পেরোলেই উত্তর-পশ্চিম গ্যালারি এবং প্যাভেলিয়ান। এখানে প্রদর্শিত হয় 'প্রাচীন আমেরিকা অনুসন্ধান'। এখানকার কর্মীরা খুবই যত্নে সব কিছু বুঝিয়ে দেন। এই গ্যালারিতেও রয়েছে অনেক দেয়াল চিত্র — একেকটা একেক অর্থ বহন করে। যেমন যুদ্ধ, শান্তি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, উচ্চাশা, বিচার, বীরত্ব, উত্তাপ, বিচক্ষণতা, সাহস, দেশপ্রেম ইত্যাদি।

এবার বাঁ দিকে ঘুরলেই পশ্চিম করিডর — এখানকার ধনুকাকৃতি ছাদে অঙ্কিত রয়েছে বিজ্ঞানের নানা দিক এবং দুই প্রান্তের দুই ফলকে রয়েছে বিজ্ঞানের নানাদিকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম। আর তিনটে গোলাকৃতি ফলকে তুলে ধরা হয়েছে চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের প্রতীক।

আবার বাঁদিকে ঘুরলেই দক্ষিণ করিডর, এখানকার ধনুকাকৃতি ছাদের মাঝখানে অঙ্কিত আছে গ্রীক পুরাণের সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী তিন দেবীর মূর্তি। আর পূর্বপ্রান্তে অঙ্কিত আছে বেসবল এবং ফুটবল খেলার চিত্র। পশ্চিমপ্রান্তে বৃত্তাকার এবং অর্দ্ধবৃত্তাকার নকশায় অঙ্কিত হয়েছে গ্রীক দেবতা হারমেসের জাদুদণ্ড বহনকারী দৌবারিক এবং রোমান বিচারপতির বিচারদণ্ড বহনকারী আর্দালি। উত্তর করিডোরে ছিল পশ্চিম গোলার্ধ তাই দক্ষিণ করিডরে আঁকা হয়েছে পূর্ব গোলার্ধ। দেয়ালে বৃত্তাকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে চার ঋতু। প্রতিটি চিত্রেই সুন্দরী রমণীর পেছনে ঋতু বৈচিত্র। এখানকার গ্যালারিতে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গড়ে ওঠার কাহিনি। এই গ্যালারির পেছনেই রয়েছে 'থমাস জেফারসন লাইব্রেরি'

প্রদর্শন। এখানে রাখা আছে জেফারসনের ছয় হাজার চারশ সাতাশিটি বই। এর মধ্যে দুহাজার একশটি জেফারসনের দেওয়া, বাকিগুলো পুড়ে যাওয়ার পর বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। শেষ হয় গাইডেড ট্যুর, বলা হল বিল্ডিং-এর চারপাশটাও ঘুরে দেখে নিতে। এতক্ষণের হন্টনে, দর্শনে শ্রবণে অনেক কিছুইতো দেখলাম, শুনলাম, বুঝলাম। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ফ্রেসকো, ম্যুরাল, প্রতীকী উপস্থাপনা কত কি!

এবার দেখা যাক জেফারসন বিল্ডিং-এর চারপাশটা। বিল্ডিং-এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-উপজাতির তেত্রিশটা আবক্ষ মূর্তি যেমন জুলু, মাউরি, এস্কিমো, আরব ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে গ্যেটে, মেকলে, স্কট প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের আবক্ষ মূর্তি। এবার আসা যাক গ্রন্থাগার পরিষেবার কথায়। মোট গ্রন্থাগার সামগ্রী চৌদ্দ কোটি পঞ্চাশ লক্ষের উপর। যার মধ্যে তিন কোটির বেশি হল ছাপা বই। পাণ্ডুলিপি বা হাতে লেখা বই-এর সংখ্যা পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ। অডিও ও ভিডিও রেকর্ড দু কোটি আশি লক্ষ, ম্যাপ পঞ্চাশ লক্ষের মত। এছাড়া রয়েছে পত্রিকা ও সাময়িক পত্র। পৃথিবীর মোট স্বীকৃত ৪৭০ ভাষাতেই বই বা পুঁথি রয়েছে। দাবি করা হয় পৃথিবীর যে কোন ভাষার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ হয় প্রথম না হলেও দ্বিতীয়। তিন কোটি বই-এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি হল ইংরেজি ভাষায়। অন্যান্য ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়ান ভাষার বই সাড়ে সাত লক্ষ, চাইনিজ ছয় লক্ষ, বাংলা দুই লক্ষের কাছাকাছি। পৃথিবীর সব ভাষারই চালু সব পত্রিকা ও সাময়িক পত্র রাখা হয়। প্রতি মাসে গড়ে বাইশ হাজারের মত গ্রন্থাগার সামগ্রী গ্রন্থাগারে জমা পড়ে কপিরাইট এ্যাক্ট অনুসারে। এর থেকে সব কিছু অবশ্য গ্রন্থাগার সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সিলেকশান অফিসাররা স্থির করেন কি রাখা হবে আর কি হবে না। বাকি যাবে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস শপ-এ। এছাড়াও সিলেকশান অফিসাররা স্থির করেন পৃথিবীর কোন ভাষার কোন বই এই গ্রন্থাগারের জন্য কেনা হবে। মাসে নাকি পঁচিশ হাজারের মত গ্রন্থাগার সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনটি গ্রন্থাগার ভবনের বই ও গ্রন্থাগার সামগ্রী রাখার মিলিত দৈর্ঘ্য নাকি বারশ কিলোমিটার। মূল রিডিং রুম ছাড়াও তিনটে ভবনেই রয়েছে অনেক ছোট বড় রিডিং রুম। 'গবেষকরা' মূল রিডিং রুম বা নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক রিডিং রুমে বসে পড়াশোনা করতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক রিডিং রুমে থাকে বিষয় ভিত্তিক রেফারেন্স বইগুলো। আর ম্যাডিসন ভবনের একতলার অফিস থেকে 'গবেষক' কার্ড যোগার করতে না পারলে ঢোকা যায় না। তবে কংগ্রেস সদস্য ছাড়া অন্য কেউ বই বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন না। এর বাইরে শুধুমাত্র কংগ্রেস সদস্যদের ব্যবহারের জন্য রয়েছে আইন সম্পর্কিত একটি বিশেষ সংগ্রহ। সেখানে বিভিন্ন দেশের আইন সম্পর্কিত বই। কংগ্রেস সদস্যদের জন্য রয়েছে আরো একটি বিশেষ পরিষেবা কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিস (CRS)। সদস্যদের প্রয়োজনে সময়ানুগ বিশ্লেষণ ও গবেষণা ও পরিসংখ্যানমূলক তথ্য পরিবেশন করা হয় রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে।

যেহেতু পুরো গ্রন্থাগার সামগ্রীই ডিজিটাইজড করা হয়ে গেছে তাই দেশ বিদেশের যে কোন ব্যবহারকারী বাড়িতে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ পৌঁছে যেতে পারেন www.loc.gov. এ ক্লিক করে। তারপর নিজস্ব পছন্দের জায়গায় যেতে মনিটারে সেই জায়গায় ক্লিক করতে হবে। যেমন www.loc.gov-teacher-school. দুহাজার দশ সালে মোট পঁচাশি লক্ষ ব্যবহারকারী এই গ্রন্থাগারের ওয়েব সাইট ব্যবহার করেছেন। তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পয়ষট্টি কোটি পাতা পড়েছেন/দেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটা রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও আরো অনেক লাইব্রেরি এখান থেকে ইন্টার লাইব্রেরি লোনের মাধ্যমে বই নিতে পারে।

[অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়]

প্রবীর রায়চৌধুরী একাদশ স্মারক বক্তৃতা ২০২৪

বিষয় ঃ সাধারণ গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আয়োজন করে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে একাদশ স্মারক বক্তৃতা ২০২৪। এইবারের স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সল্টলেক স্থিত নতুন ভবনে। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব, ড. জয়দীপ চন্দ, এবং মুখ্য আলোচক হিসাবে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতীম বিশ্বাস।

প্রথমে সমস্ত অতিথিদের বরণ করে নেন WBPLEA-এর রাজ্য কমিটির মহিলা সদস্যরা। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর ছবিতে মাল্যদান করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন WBPLEA সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কুলীন চন্দ্র রায়। স্বাগত ভাষণ দেন WBPLEA-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সৌগত সাহা। তিনি বলেন বর্তমানে সাধারণ পাঠাগার গভীর সঙ্কটের মধ্যে আছে। তাকে রক্ষা করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সহ গোটা দেশে ভেঙ্গে পড়েছে। সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে।

ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার আলোচনা করেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর জীবনীর উপর। তিনি বলেন ছাত্র জীবন থেকেই গণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন প্রবীরবাবু। ১৯৫৬ সালে BLA থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স করেন। ১৯৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ক্যাটালগার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি কর্মচারী আন্দোলন করেন। কর্মচারীদের সংগঠিত করেন। বিপ্লবী গণেশ ঘোষের সাথে তার পরিচয় হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৬ সালে M. Lib. Sc করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এই কৃতিত্বের জন্য তিনি অধ্যাপক এস. দাশগুপ্ত স্বর্ণপদক লাভ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর সেখানে পরে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। BLA-এর সমস্ত পদেই দায়িত্ব পালন করেন। সোম থেকে শুক্রবার নিয়মিত BLA যেতেন। সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা করার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ড. জয়দীপ চন্দ তাঁর জীবনী নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন আমরা সকলেই ছাত্র। ড. চন্দ স্মৃতিচারণ করেন — তিনি এমন মানুষ ছিলেন যে তাঁর কথা কেউ ফেলে দিতে পারতো না। তিনি বলেন ‘তাঁর স্ত্রী খুবই অসুস্থ। তাঁর একটি রিপোর্ট দিয়েছেন ডাক্তার। যেটা স্যারকে বলা যাবে না। স্যার শুনে বলে দিলেন লুকিয়ে যাচ্ছো। তারপর বলতে হয়েছিল।’ ছেলে মারা যাওয়ার পর ভেঙ্গে পড়লেও তিনি ঘুরে দাড়ান। তিনি ক্যান্সারে মারা যান। সেই সময় তাঁর ছাত্ররা পালা করে রাত জাগত। ড. চন্দ বলেন, BLA-এর ১০০ বছর পূর্তি হচ্ছে। সেই নিয়ে কি কি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা তিনি সকলের মাঝে তুলে ধরেন। তাতে সকলের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস প্রথমেই বলেন উনি আমার শিক্ষক ছিলেন। তিনি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেই সময় ‘কোটা’র বিপক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। এই আন্দোলনে প্রবীর রায়চৌধুরী সমর্থন করেছিলেন। এই সমর্থনে অনেক অধ্যাপক বিপক্ষে যাবেন জেনেও তিনি তা পরোয়া না করে সমর্থন করেছিলেন। ড. বিশ্বাস জাতীয় শিক্ষানীতির বিষময় দিক খুব সরল ভাষাতে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমানে গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তিনটে ‘C’-এর উপর দাড়িয়ে রয়েছে। একটা ‘C – Commercialisation’। যার মানে বাণিজ্যিকীকরণ। যার কাছে টাকা থাকবে তার শিক্ষা হবে। সরকারি ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দ্বিতীয় ‘C – Centralization’ কেন্দ্রীয়করণ করার চেষ্টা চলছে। তৃতীয় ‘C – Communalism’ এটি ভয়ানক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে দেবদেবীর বিষয় পড়ানোর চেষ্টা চলছে। গণেশের মুখ দেখিয়ে বলা হচ্ছে সেই যুগে সার্জারির ব্যবস্থা ছিল। ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তুশাস্ত্রের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং

(অবশিষ্টাংশ ২৬ নং পাতা)

গ্রন্থাগারসংবাদ

রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন

পল্লীশ্রী পাঠাগারের (হীরাপুর, হাওড়া) উদ্যোগে ৩০শে জুন ২০২৪ রবিবার পাঠাগার কক্ষে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠগারের সভাপতি শ্রী অশোককুমার দাস এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় শ্রী মিন্টু প্রামাণিক (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সিদ্ধেশ্বর শঙ্কর পাঠশালা, হাওড়া)।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অনুব্রত মুখোপাধ্যায় ও তবলা সংগত করেন গৌরাঙ্গ পাল। রবীন্দ্র ও নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোহিনী মুখার্জী, শ্যামলী পাত্র, কৌশিক মণ্ডল, অরণ্য পাল, অদ্বিতীয়া পাল, অঙ্কনা পাল, অরিত্র দে, সুদীপ ঘোষাল। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপঙ্কর পাত্র, মোনালিসা পাত্র, টিংকু মুখার্জী, সীমা কোটাল, সবিতা সাউ, মিতা সাউ, উজান খাঁ। তবলা সংগত করেন মানস কুমার দে ও অসিত বাগ।

প্রধান অতিথি বলেন, রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী এবং বিশ্ববিখ্যাত কবি। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে তিনি বিদ্যা রপ্ত করার সঙ্গে সংগীত ও কবিতা লেখার বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৯১২ সালের নভেম্বর গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ Song Offerings প্রকাশিত হয় এবং প্রথম ভারতবাসী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর লেখনীর জন্য বাংলা ভাষার সব বিষয়ে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রধান অতিথিকে সম্পাদক শ্রী বিকাশ কুমার বাড়ুই স্মারক হিসেবে বই প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চলনা করেন শ্রী ত্রিদীব মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস
০১.০৭.২০২৪

রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ ও গ্রন্থাগারকর্মীর বিদায় সংবর্ধনা

৩১শে মে ২০২৪, শুক্রবার কয়রাপুর নজরুল পাঠাগার (পূর্ব-বর্ধমান) চত্বরে মহাসমারোহে নাচে গানে কবিতা আবৃত্তিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাচারে পালন করা হয় রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী এবং একই অনুষ্ঠান মঞ্চে গ্রন্থাগার কর্মী শ্যামল দত্ত মহাশয়কে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পাঠাগারের পাঠক-সদস্য ও স্থানীয় গ্রন্থাগার দরদী মানুষের সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সাহিত্যচর্চায় প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ আনন্দ কিশোর মুখোপাধ্যায়। কচি কাঁচা শিশু শিল্পীদের সমবেত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত পাঁচ শতাধিক মানুষজনদের দারুণ আনন্দ দেয়। এছাড়া পাঠাগারের কর্মী শ্যামল দত্তকে মানপত্র ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে চাকুরি জীবনের অন্তিম দিনকে স্মরণ রেখে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। পাঠাগারের সম্পাদক সেখ সোহরাব হোসেন, অধ্যাপক আনন্দ কিশোর মুখোপাধ্যায় সহ সমাজের বিশিষ্টজনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি দারুণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল
৩১.০৫.২০২৪

।। বর্ষবরণ ও কবি স্মরণ।।

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম জেলা গ্রন্থাগারে নববর্ষ ১৪৩১ বরণ এবং কবিগুরুর জন্ম দিবস ও তিরোধান দিবস পালন হয় যথোচিত মর্যাদায়। স্থানীয় 'আনন্দমঠ' প্রতিষ্ঠানের সদস্য-সদস্যাগণ সংগীত-আবৃতি আলোচনায় অংশ নেন।

প্রতিবেদক — শমীক বর্মন রায়

সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমবায়ের বার্ষিক সাধারণ সভা

২৩শে জুন ২০২৪ রবিবার বর্ধমান জেলা সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মী সমবায় সমিতির ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বড়শুল পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের সেমিনার ভবনে। প্রথাগত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন-আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ ছাড়াও সমবায় আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কে আলোচনা করেন সমবায়ের চেয়ারম্যান মিত্রা কোলে। এই প্রসঙ্গে জেলায় সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের কর্মী সংকট ও আগামী দিনে নিয়োগের বিষয় তুলে ধরেন সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির সদস্যগণ। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে গান-কবিতা-গল্প পাঠ ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নৈপুণ্য পরিবেশিত হয়। মোট ৮৮জনকে মূল্যবান উপহার দিয়ে ভূষিত করা হয়। বড়শুলের আরণ্যক পরিবেশে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় আদানপ্রদানে উপস্থিত সকলের মনে এক দারুণ আনন্দঘন মুহূর্ত সঞ্চারিত হয়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল
২৪.০৬.২০২৪

।। সদ্য প্রকাশিত।।

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি এবং এক অন্য রবীন্দ্রনাথ

লেখক ঃ সুকুমার দাস

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ২৭৫.০০ টাকা

চিকিৎসক দিবস পালন

১লা জুলাই ২০২৪, সোমবার কয়রাপুর নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু দিনকে মনে রেখে ‘চিকিৎসক দিবস’ পালন করা হয়। ডাঃ রায়ের জীবনকৃতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ কুন্তল প্রসাদ সরকার ও ডাঃ সহিদুর রহমান। এছাড়া জনস্বাস্থ্য ও জন সচেতনতা নিয়ে আলোচনা করেন ডাঃ স্বপ্না বসু। শতাধিক পাঠক সদস্যদের উপস্থিতিতে ও স্থানীয় উৎসাহী মানুষের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়। গ্রন্থাগার চত্বরে এ-জাতীয় অনুষ্ঠান হওয়ায় সকলেই পাঠাগার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল
০১.০৭.২০২৪

চন্দননগর পুস্তকাগারে রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

৮ই জুন ২০২৪ শনিবার চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্য রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ২০২৪।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রী রাম চক্রবর্তী মহাশয় মহানাগরিক, চন্দননগর পৌরনিগম। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪৬ জন পুস্তকাগারের সদস্য/সদস্যা শিল্পী তাঁদের আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, গীতিআলেখ্য, শ্রুতিনাটক এর মাধ্যমে কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ আমাদের গর্বিত দুই কবি নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির ও পুস্তকাগারে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান সভাপতি ভবানী চরণ দাস মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদক ড. সোমনাথ ব্যানার্জী, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, সম্পাদক নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির অছি পরিষদ।

গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ

পূর্ব-বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার প্রশাসনের সভা

১লা জুলাই ২০২৪, সোমবার পূর্ব-বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সেমিনার ভবনে জেলার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্ত স্তরের কর্মী, গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নানান দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নির্মাল্য অধিকারী এল.এল.এ সদস্য হাসনাত জামান, মিত্রা লালা সহ গ্রন্থাগার দরদী বিশিষ্ঠজনের উপস্থিতিতে জেলার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ, সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা, প্রশাসনিক বিভিন্ন আদেশ যথাযথ পালন, রিপোর্ট প্রতিবেদন সঠিক সময়ে জমা ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলার ১৬০টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে মাত্র ৫৭টি কর্মী দিয়ে কিভাবে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়া সম্ভব-এ নিয়ে উপস্থিত কর্মী মহলে গুঞ্জন শোনা যায়। কর্মী নিয়োগ নিয়ে প্রশাসনিক আশ্বাসে ও বিশ্বাসে এবং আগামী দিনে সুষ্ঠ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজনের দাবী নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সভা কর্মী মহলে সাড়া জাগায়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল
০১.০৭.২০২৪

মেদিনীপুর কে ডি কলেজে চালু হল সার্টিফিকেট কোর্স অন "অ্যাক্সেসিং ই-রিসোর্সেস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ই-স্কিল ফর লাইব্রেরি ইউজার্স"

বর্তমান শতাব্দীতে মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলির মধ্যে 'তথ্য' এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। তথ্য ছাড়া বর্তমান সমাজে মানব সভ্যতার অগ্রগতির অসম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে তথ্য পরিষেবায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে যেমন প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের তথ্য ভাণ্ডার অবিশ্বাস্য ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে তথ্য বিস্ফোরণ হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির পরিবর্তন এবং জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মুদ্রিত তথ্য সম্পদের পাশাপাশি বৈদ্যুতিন তথ্য সম্পদের উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে চিরাচরিত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলি হাইব্রিড গ্রন্থাগারে পরিণত হচ্ছে। আজকের ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা দরকার। তাই ছাত্রীদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স অন 'অ্যাক্সেসিং ই-রিসোর্সেস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ই-স্কিল ফর লাইব্রেরি ইউজার্স' চালু করল মেদিনীপুর কে ডি কলেজ অফ কমার্স এণ্ড জেনারেল স্টাডিজ। ১৭ জানুয়ারি কলেজে এই কোর্সের উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমেন মল্লিক। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির মধ্যে প্রথম এই ধরণের কোর্স চালু হল মেদিনীপুর কে ডি কলেজ অফ কমার্স এণ্ড জেনারেল স্টাডিজে।

অনলাইন এবং অফলাইনে তিন মাসের এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনে কীভাবে উপকৃত হবে তা ব্যাখ্যা করেন কে ডি কলেজ অফ কমার্স এণ্ড জেনারেল স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারিক ড. মিলন কুমার সরকার। এদিন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে কোর্স কো-অর্ডিনেটর ড. মিলন কুমার সরকার প্রশ্ন তোলেন, বর্তমান তথ্যনির্ভর সমাজ প্রতিনিয়ত দুরন্ত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পাঠক ও ব্যবহারকারীর চাহিদা এবং প্রয়োজনও পরিবর্তিত হচ্ছে, তার সাথে খাপ খাইয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কর্মীরা কি আন্তরিক

ভাবে ব্যবহারকারীর চাহিদা, রুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা প্রদান করতে পারছেন? গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের পাঠক বা ব্যবহারকারীর পাঠস্পৃহা বা পাঠাভ্যাস কি বেড়েছে? গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রগুলি কি নতুন নতুন পাঠক বা ব্যবহারকারী সৃষ্টি বা তৈরি করতে পারছে? গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রগুলি কি সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তাদের ভাবমূর্তির উন্নয়ন করতে পেরেছে? গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রগুলি কি পাঠক বা ব্যবহারকারীর সঙ্গে তাদের মধুর সুসম্পর্ক বা বন্ধুত্ব তৈরি করতে সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠক বা ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগারে আসার প্রবণতা বেড়েছে? গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীরা কি তাদের কাজে পাঠক বা ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগারে আসার প্রবণতা বেড়েছে? গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীরা কি তাদের কাজে পাঠক বা ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি বিধান করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে? তবে এই কোর্স তাঁর প্রশ্নের কিছুটা সমাধান করতে পারবে বলে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ মনে করেন। আবার ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন দিকে পাঠককুল সর্বদাই ব্যস্ত এবং গ্রন্থাগারে আসার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এক ধরণের পাঠকের গ্রন্থাগারে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধারণা না থাকার ফলে গ্রন্থাগারে আসার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে বর্তমান বিভিন্ন সময় উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে পাঠকদের শিক্ষা শিবির গড়ে তোলা ও আধুনিক গ্রন্থাগার পাঠক তৈরি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এই কর্মসূচির উদ্বোধক অধ্যাপক ড. সৌমেন মল্লিক। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের এই অধ্যাপক বলেন, আজকের ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত না করলে পিছিয়ে পড়তে হবে। তাই এই ধরণের কোর্স খুবই প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। আগে কবি, সাহিত্যিক, লেখক প্রকৃতি থেকে রসদ নিয়ে সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। আজ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বহু গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি। ডিজিটাল দুনিয়া থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের সমৃদ্ধ হতে হবে। বিষয়ের গভীরে যেতে হবে। গবেষণাকে উন্নত করতে হবে, উচ্চমানের প্রজেক্ট রিপোর্ট লেখা শিখতে হবে। তবে, প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক করে তিনি বলেছেন, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা ভালোভাবে জানতে হবে। সঠিক তথ্য নিয়ে কাজ করলে বিষয়ের গভীরতা বাড়বে, কাজের প্রতি নিজের আগ্রহ বাড়বে। রেফারেন্স নিয়ে গবেষণা পত্র লিখলে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। সঠিক তথ্য প্রয়োগ না করলে আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সেই জন্য ইলেকট্রনিক স্কিল বৃদ্ধি করার জন্য এই ধরণের কোর্স বর্তমান সময়কালে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন। এই কোর্স করে শুধুমাত্র চাকরি হবে তা না ভেবে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে চাকরির জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। তাহলে চাকরি পেতে অসুবিধা হবে না।

এই ধরণের কোর্সের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মেদিনীপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সত্যনারায়ণ ঘোষ। তিনি বলেন গ্রন্থাগারগুলিতে যেমন আজকের ছেলেমেয়েরা যেতে চায় না এবং বই কিনে পড়তে চায় না। বইয়ের মত ভালো বন্ধু পাওয়া যায় না। ভালো মানুষ হতে হলে বই পড়তে হবে। চাকরি পাওয়ার আগে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, সেখান থেকে বৈদ্যুতিন তথ্য সংগ্রহ করতে নিজেদের ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই ধরণের প্রশিক্ষণ বাস্তব জীবনে কত ব্যাপক প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি দরকার। এর প্রভাব সর্বক্ষেত্রে। চাকরিতে এবং আরো বেশি শিক্ষাক্ষেত্রে ও গ্রন্থাগারে।

এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ই-বুক, ই-জার্নাল, ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করা, রিসার্চ প্রজেক্ট রিপোর্ট লেখা প্রভৃতি হাতে কলমে শেখানো হবে। এই ধরণের কোর্সের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এই কলেজের অধ্যক্ষ ড. দুলালচন্দ্র দাস, মেদিনীপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক সত্যরঞ্জন ঘোষ, বিশিষ্ঠ লেখক ও গবেষক অতনু মিত্র, অধ্যাপিকা পলি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

প্রতিবেদক — ড. মিলন কুমার সরকার

পরিষদ কথা

২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরির (বেলুড় মঠ, হাওড়া) ব্যবস্থাপনায় ২৩শে জুন ২০২৪ সুকুমার হাজরা ও গোলকনাথ রায় মঞ্চে ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু। সভার শুরুতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ও জাতীয় স্তরে বিশিষ্ট প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পরিষদের জেলা সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রী শাশ্বত পাড়ুই আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন এবং আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে সভা অনুমোদন করে।

পরিষদের ২০২৩ সালের সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরি সায়েন্স পরীক্ষার প্রথম স্থানাধিকারী শ্রী সৌরভ বসুকে পুষ্পস্তবক ও কলম দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

পরিষদের রাজ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার বলেন যে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠক হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই পরিষদ আগামী ২০শে ডিসেম্বর ২০২৪ শতবর্ষে পদার্পণ করছে। শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শতবর্ষের কর্মসূচি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য গ্রন্থাগারানুরাগী ও পরিষদের সদস্যদের আর্থিক সহায়তার সাথে সাথে অংশগ্রহণ অবশ্যই করণীয়। সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্ত শূন্যপদে অতি দ্রুততার সাথে কর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন করতে হবে। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববরণ গুহ বলেন যে, আজকের সভায় উপস্থিতি কম। জেলা সংগঠনকে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। তবেই রাজ্য সংগঠন শক্তিশালী হবে। রাজ্যের সরকার অপোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য প্রতি বৎসর অনুদান দিতে হবে। সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী পুলক কর ও বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি সম্পাদক শ্রী শঙ্কর জ্যোতি ঘোষ। ৩৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস (২৪/০৬/২০২৪)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিম-বর্ধমান জেলা সম্মেলন

গত ২৪শে মার্চ ২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিম-বর্ধমান জেলা শাখার ২য় সম্মেলন পানাগড় গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারপ্রেমী, বইপ্রেমী মানুষের সমাবেশে এই মহতী সম্মেলন উদ্বোধন করেন পরিষদের রাজ্য কর্মসচিব ডঃ জয়দীপ চন্দ। চলতি বছরে পরিষদের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎ কালের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা উল্লেখ করে পরিষদের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডঃ চন্দ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংকটকে স্মরণ করিয়েছেন। পরিষদের জেলা সম্পাদক অশোক গোস্বামী ও কোষাধ্যক্ষ সুস্মিতা বোস গোস্বামী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের খসড়া হিসাব পেশ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর কলেজ গ্রন্থাগারের পক্ষে দিলীপ নায়েক, বিভাসিন্ধু রায়, তৈয়ব খান, শান্তি রায়, প্রাক্তন ডি.এল. ও তুষার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ফাল্গুনী দে প্রমুখ আলোচনা ও বক্তব্য রাখেন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক গৌতম গোস্বামী ও পরিষদের রাজ্য কাউন্সিল সদস্য বিশ্ববরণ গুহ গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিষদের অনিবার্য গ্রহণযোগ্যতা ও দায়বদ্ধতা স্মরণ করিয়ে সকলকে নিয়ে আগামী দিনের যাত্রাপথ ব্যাখ্যা করেন। ১৩ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন, কচিকাঁচাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জেলা সভাপতি সুব্রত দাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সভার সমাপ্তি ঘটে। সুমন্ত মাঝি ও সুতপা ভুইঞার যৌথ সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল (২৫.০৩.২০২৪)

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে মেদিনীপুরে সেমিনার

‘বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনা’

কে ডি কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিড-এর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও মেদিনীপুর সমন্বয় সংস্থার মেদিনীপুর টাউন আঞ্চলিক ইউনিটের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ‘বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনা’ শীর্ষক রাজ্যস্তরের সেমিনারের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হল গ্রন্থাগার দিবস। ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ কলেজের রবীন্দ্র সার্ধ-শতবার্ষিকী সভাকক্ষে চারাগাছে জল সিঞ্চন করে অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সুশান্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার, পোর্ট ট্রাস্ট গ্রন্থাগার, ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক সত্যব্রত ঘোষাল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের প্রধান অধ্যাপক ড. দুর্গাশংকর রথ, মেদিনীপুর মহাবিদ্যালয়ের (স্বশাসিত) ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সত্যরঞ্জন ঘোষ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সুকুমার চন্দ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই, মেদিনীপুর সমন্বয় সংস্থা মেদিনীপুর টাউন আঞ্চলিক ইউনিটের সভাপতি মাননীয় মানিক চন্দ্র ঘাঁটা ও সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় খাটুয়া প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. দুলাল চন্দ্র দাস মহোদয়।

মেদিনীপুর শহরে কে ডি কলেজ অফ কর্মাস অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিজ-এর রবীন্দ্র সার্ধ-শতবার্ষিকী সভাকক্ষে কলেজ ছাত্রীগণের দেশাত্মবোধক উদ্বোধনী সঙ্গীত ‘‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’’ গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ দেন এই সেমিনারের ব্যবস্থাপক সম্পাদক ও কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক ড. মিলন কুমার সরকার। বাংলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, ১৯২৪ সালে বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের আহ্বান ছিল সমস্ত প্রদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঐ আহ্বানে সারা দিয়ে অবিভক্ত বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কলকাতার আলবার্ট ইনস্টিটিউট হলে ১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক হন সুশীল কুমার ঘোষ। ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠানের নব নামকরণ হয় ‘বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ’। বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার অধিকাংশ গৃহবন্দী নারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার। বিদ্যাসাগর পরাধীন ভারতবর্ষের নারীদের ন্যায্য সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য, নারীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য পথ দেখিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়, কথামালা, ঋজু পাঠ, ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করে বঙ্গবাসীর শিক্ষা ভিত্তি স্থাপনের সাথে সাথে নিজস্ব গ্রন্থ ভাণ্ডার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করে আমরা যেন যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানবপ্রেমী, গ্রন্থপ্রেমী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মহত্তর মূল্যবোধের পথে চলতে পারি। এই শিক্ষার মূল্য যতই অনুভব করবো ততই আমরা মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও আধুনিক মানুষ হবার গৌরব লাভ করবো। বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও গ্রন্থাগার তৈরি, গ্রন্থমুখী মানসিকতা তৈরি, ভালো বই নির্বাচন, পড়ার উপযোগী বই রাখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করার জন্য নিজের বাড়ি তৈরি করেছিলেন। সর্বোপরি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সাবলীল ভাবে ব্যক্ত করেন ড. সরকার।

গ্রন্থাগার দিবসে রাজ্যস্তরের এই সেমিনার উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুশান্ত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, সময় হলো প্রধান নায়ক। সময় আমাদের অনেক কিছু দেয়, অনেক কিছু নিয়ে নেয়। সময়ের মূল্য ও উপযোগিতা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। সময়ের টান ও প্রাণের টানে তিনি ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের কথা, বিদ্যাসাগরের আদর্শ হয়ে ওঠার কথা তাঁর কথায় ফুটে ওঠে। তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের অসাধারণ লাইব্রেরির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মেদিনীপুর সমন্বয় সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠান এই সেমিনারের উদ্যোগী হওয়ায় তিনি তাদের সাধুবাদ জানান। তিনি বাংলার অতীত গৌরবকে ধরে রাখার আহ্বান জানান। লাইব্রেরি প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, আমাদের মোবাইল কেন্দ্রিক জীবন থেকে সরে আসতে হবে। ট্রাডিশনাল নলেজ যেন না হারিয়ে যায়। নতুন আঙ্গিকে ভাবনার জায়গা তৈরি করার ওপর তিনি জোর

দেন। আমাদের গৌরব গ্রন্থাগার হারিয়ে যাচ্ছে বলে আক্ষেপ করে বলেন, ছাত্রছাত্রীরা, অধ্যাপকগণ আজকাল লাইব্রেরিতে যাচ্ছেন না। তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, তাঁর ভাবনা ও নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গবেষণাপত্রগুলির সারাংশ সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ করেন উপাচার্য।

এই সেমিনারে 'বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনা'র সূচক ভাষণ প্রদান করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সত্যব্রত ঘোষাল। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগারের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, বিদ্যাসাগরের ধ্যান ধারণাকে আমরা স্থান দিই নি। পাঠ্য থেকে বিদ্যাসাগরকে বাদ দিয়েছি। ধর্মীয় উন্মাদনায় শিক্ষার কোন স্থান নেই। পাঠ্যপুস্তকের গ্ল্যামার ঔদ্ধত্য শেষ হয়ে গেছে। তিনি সুমেরীয় সভ্যতায় গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। আলোচ্য বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি হুগলির উত্তরপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরি, তার বৈভবের কথা তুলে ধরেন। পরিচর্যার অভাব, অনেক লাইব্রেরির বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সত্যব্রতবাবু বলেন, ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন লাইব্রেরির সংখ্যা যেখানে ২৪৭০ ছিল। পরে ১২০০টির বেশি লাইব্রেরি বন্ধ হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকেই লাইব্রেরিগুলির নির্বাচন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। লাইব্রেরি বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে মানুষের তাগিদ কতখানি তা নিউ ইয়র্কের Friends of the Library নামে একটি সমিতি গড়ে ওঠার মধ্যে দেখা গেছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমরা বিদেশীদের কাছে শিখেছি। বিদ্যাসাগর সাধারণ মানুষের শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা আমরা করি নি। এদিন সেই আক্ষেপের কথাও ব্যক্ত করেছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক সত্যব্রত ঘোষাল।

এইরকম সুন্দর একটি সেমিনার আয়োজন করার জন্য আয়োজক ও ব্যবস্থাপক সম্পাদক গ্রন্থাগারিক ড. মিলন কুমার সরকার এবং বিশেষভাবে সহযোগিতার জন্য সমন্বয় সংস্থার মেদিনীপুর টাউন আঞ্চলিক ইউনিট ও উপস্থিত সকলের ভুয়সী প্রসংশা করেন সভার সভাপতি অধ্যক্ষ ড. দুলালচন্দ্র দাস। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন কে ডি কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিজ এর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক উত্তম কুমার জেনা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সভাপতির আসন অলংকৃত করেন অধ্যাপক সত্যব্রত ঘোষাল। অধ্যাপক ডঃ বাণীরঞ্জন দে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিদ্যাসাগর লাইব্রেরির জন্য বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বাইবেল, কোরানও তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল। হোমিওপ্যাথি, সংগীত, ইতিহাসেরও বই ছিল। বিদ্যাসাগর বিখ্যাত মানুষদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন এবং বিখ্যাত শিক্ষাবিদগণের বই রেখেছিলেন। তাঁর সংগ্রহে সাড়ে ষোল হাজার বই ছিল। মানুষকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে গণশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিয়ে বই ব্যবসা ও উপার্জিত আয়ে স্কুলের খরচ মেটাতেন। বাঙালিরাও ব্যবসায়ী হোক তা তিনি চেয়েছিলেন। বেশি পড়া হলো না বলে শেষ বয়সে বিদ্যাসাগরের তীব্র আক্ষেপের কথা জানান।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের অধ্যাপক ড. দুর্গাশঙ্কর রথ, নীরদ সি চৌধুরীর লেখায় শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বিদ্যাসাগরের নাম না রাখায় যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। 'বাঙালি সত্ত্বা দিয়ে বিদ্যাসাগরকে দেখতে চাননি' — বলে নীরদ সি চৌধুরীকে সাফাই দিতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বিরোধিতা এখনও চলমান বলে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন ঊনিশ বছর বয়সে।

শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। আলোর পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাতে মঞ্চে ঘোষিত হোল, সকল ছাত্রছাত্রী এদিনের অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে কলেজে জমা দিবেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হবে।

শেষার্দ্ধে ১৬ জন গবেষক 'বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনা' বিষয়ের উপর গবেষণা পত্র জমা দেন। তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সাগরিকা ঘোষ, শিপ্রা ভট্টাচার্য্য এবং তারাকালী বিদ্যাপীঠের সহশিক্ষক অতনু মিত্র এই সেমিনারে তাদের গবেষণা পত্র উত্থাপিত করেন। সভাপতি অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই সেই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার দিবসের সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাব্বির হোসেন।

প্রতিবেদক ঃ ড. মিলন কুমার সরকার

ভারতবর্ষে মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার সূচনা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. প্রতাপ চন্দ্র রায়*
অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান গ্রেড-১, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মানসী ঘোষ (রায়)**
গ্রন্থাগারিক, কোন্নগর রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়, কোন্নগর, হুগলী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:

ভারতের আধুনিক উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন হয় ১৮৫০ এর দশকের শেষের দিকে, মূলতঃ ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যদিও ১৮৫৭ সালে আরো দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইগুলি হলো বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই সময় ভারতবর্ষের বেশিরভাগ প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি (স্কুল ও কলেজ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল, যেমন জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্থান। মোটামুটি ১৮৭৫ সাল অবধি এইরকম ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার। (তথ্য সূত্র-১)

প্রারম্ভিক শিক্ষা ব্যবস্থা:

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর দিকে নিজস্ব কোনো পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ামক সংস্থা হিসাবে কাজ করত, যেমন স্কুল ও কলেজের অনুমোদন দেওয়া, সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র তৈরি, মূল্যায়ন, ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ানো শুরু হয় ১৯০৯ সাল থেকে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন (১৯০৪-১৯১৪ ও ১৯২১-১৯২৩), তাঁর বিশেষ উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। (তথ্য সূত্র-২)

১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম আইন বিদ্যা পড়ানো শুরু করে ও 'ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ল' (University College of Law) স্থাপিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার যথেষ্ঠ উন্নতি হয়। তখনকার সিলেবাস ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিশেষতঃ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়) অনুকরণে তৈরি হতো ও প্রাপ্ত ডিগ্রী ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সমতুল্য বলে গণ্য হতো। (তথ্য সূত্র-৩)

মহিলা শিক্ষার সূচনা:

উচ্চশিক্ষার উন্নতি হলেও ১৮৭৬ সাল অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের পড়াশোনা বা ডিগ্রি লাভ করার কোনো সুযোগ বা অনুমতি ছিল না। ১৮৭৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের ডিগ্রি প্রদানের নিয়ম তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিল কেবলমাত্র চন্দ্রমুখী বসুর জন্য। তাঁর এন্ট্রাস (Class-10) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ইতিহাস বর্ণনা করা হলো —

'দেহেরা বোর্ডিং স্কুল ফর নেটিভ খ্রীষ্টান গার্লস' (দেরাদুনের একটি স্কুল) চন্দ্রমুখী বসুর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমতি চায় ১৮৭৬ সালে। কিন্তু তখনকার এন্ট্রান্স পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী মহিলাদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি ছিল না। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলকে প্রাইভেটে এন্ট্রান্স পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেন এবং এই পরীক্ষার তত্ত্বাবধানে থাকবেন মুসৌরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। এই অর্ডারে বলা হয় তিনি নন রেজিস্ট্রার পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেবেন এবং তিনি পরীক্ষায় সফল হলেও তাঁর নাম প্রকাশিত ফলাফলের তালিকায় থাকবে না। (তথ্য সূত্র-৪)

চন্দ্রমুখী বসু ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স পাশ করলেও সফল প্রার্থীদের তালিকায় নাম ছিল না। ১৮৭৭ সালের ২৭ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সিন্ডিকেট মিটিংয়ে জানায় যে 'জুনিয়র বোর্ড অফ এক্সামিনেশন ইন আর্টস' রিপোর্ট করেছে চন্দ্রমুখী বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিফাই করেছে, অর্থাৎ পাশ করেছে। ঐ দিনের মিটিংয়ে ঠিক হয় যে এরপর থেকে মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেবে এবং ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসকে এই মর্মে নিয়ম তৈরি করার অনুমতি দেয়। (তথ্য সূত্র-৫)

* Email : pcroy.cu@gmail.com
দূরভাষ - ৯৪৩২১ ১৮০৪৯/৯১২৩৬ ৭৬১১৩

** Email : manasitarakeswar@gmail.com
দূরভাষ - ৯৪৩২১ ৬৪২৪৫

মহিলাদের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তন:

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস' মহিলাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে হবে তা বিস্তারিত নিয়ম তৈরি করে ও ১৮৭৭ সালের ১২ই মে তা সিন্ডিকেট মিটিংয়ে দাখিল করে। নিয়মগুলি ঐ দিন সিন্ডিকেটের অনুমতি লাভ করে। বিস্তারিত রিপোর্টটি এই রকম —

১) মহিলারা ছেলেদের মতো পরীক্ষায় বসতে পারবে।

২) মহিলাদের পরীক্ষা হবে আলাদা জায়গায়, যেখানে কেবল মহিলারা গার্ড হিসাবে নিযুক্ত থাকবেন।

৩) ঐ দিন FA (First Examination in Arts) ও BA (Bachelor of Arts) পরীক্ষার নিয়ম তৈরির জন্য সাব-কমিটি গঠন করা হয়।(তথ্য সূত্র-৬)

এইভাবে মহিলারা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য আলোচনা চলতে থাকে। ১৮৭৮ সালে ২৭শে এপ্রিল সেনেট মিটিংয়ে ঠিক হয় মহিলারা Entrance, FA, BA ও MA পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি পাবে।(তথ্য সূত্র-৭)

প্রথম এন্ট্রান্স পাশ মহিলা:

১৮৭৮ সালে মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার নিয়ম চালু হওয়ায় কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ঐ সালে (১৮৭৮) এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সুযোগ পান 'বেথুন ফিমেল স্কুল' থেকে এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা ভারতবর্ষের প্রথম এন্ট্রান্স পাশ মহিলা হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেন। আর চন্দ্রমুখী বসু ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স পাশের স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হন।(তথ্য সূত্র-৮)

চন্দ্রমুখী বসুকে এন্ট্রান্স পাশ সার্টিফিকেট না দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় ২৬শে এপ্রিল ১৮৭৯ সালে অনুমতি দেয় যে — ১৮৭৯ বা তারপর যে কোনো সালে তিনি FA পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন কারণ জুনিয়র বোর্ডের পরীক্ষকরা ১৮৭৬ সালে ঘোষণা করে চন্দ্রমুখী দেবী এন্ট্রান্স পাশের যোগ্যতা (Standard) অর্জন করেছেন।(তথ্য সূত্র-৯)

প্রথম FA পাশ মহিলা:

অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে (Second Division) FA পাশ করেন 'ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল' থেকে। এই সালেই (১৮৮০) কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) তৃতীয় বিভাগে FA পাশ করেন 'বেথুন ফিমেল স্কুল' থেকে।(তথ্য সূত্র-১০)

প্রথম মহিলা স্নাতক:

১৮৮৩ সালে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা হিসাবে BA পাশ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৃতীয় বিভাগে (Third Division) এবং দুজনেই 'বেথুন ফিমেল স্কুল' থেকে BA পরীক্ষা দিয়েছিলেন। (তথ্য সূত্র-১১)

চন্দ্রমুখী দেবীকে মরণোত্তর পাশ সার্টিফিকেট প্রদান:

সাম্প্রতিককালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চন্দ্রমুখী দেবীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। ২০১৩ সালের সমাবর্তনে (convocation) চন্দ্রমুখী বসুকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার মরণোত্তর পাশ সার্টিফিকেট প্রদান করেন, যাতে বলা হয়েছে ১৮৭৬ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ডিসেম্বর মাসে। (তথ্য সূত্র-১২)

উপসংহার:

তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে মহিলাদের পড়াশোনা করা যথেষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল। তা সত্ত্বেও চন্দ্রমুখী বসু, তাঁর পরিবার ও কিছু প্রগতিশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাধ্য করেছিল নিয়ম তৈরি করতে যাতে মহিলারা বিদ্যালয় ও কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পায় ও ডিগ্রি লাভ করতে পারে। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা হিসাবে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে সারা ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশে মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে শিক্ষার ইতিহাসে।

তথ্যসূত্র:

১. Hundred Years of the University of Calcutta. (1957). Calcutta: University of Calcutta. 85p.

২. Hundred Years of the University of Calcutta. (1957). Calcutta: University of Calcutta. 269p.

৩. Hundred Years of the University of Calcutta. (1957). Calcutta: University of Calcutta. 44p.

৪. Minutes of the Syndicate. (1876-77). Calcutta: University of Calcutta. 39p.

৫. Minutes of the Syndicate. (1876-77). Calcutta: University of Calcutta. 56-57p.

৬. Minutes of the Syndicate. (1877-78). Calcutta: University of Calcutta. 8p.

৭. Minutes of the Syndicate. (1878-79). Calcutta: University of Calcutta. 2p.

৮. The Calcutta University Calendar. (1879-80). Calcutta: University of Calcutta. 277p.

৯. Minutes of the Syndicate. (1879-80). Calcutta: University of Calcutta. 3p.

১০. The Calcutta University Calendar. (1881-82). Calcutta: University of Calcutta. 250p.

১১. The Calcutta University Calendar. (1883-84). Calcutta: University of Calcutta. 88p.

১২. Bethune College. (2023). Chandramukhi Basu (1860-1944): Educationist and Scholar. Retrieve December 15, 2023, from www.bethuncollege.ac.in.

(প্রবীর রায়চৌধুরী স্মারক বক্তৃতার শেষাংশ)

গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে শেষ করা হচ্ছে। ডাক্তারী পড়তে গেলে ২ কোটির উপর টাকা লাগছে। সেই পরিবার দেখছে ২ কোটি টাকা দিতে পারছি তাহলে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে কেন প্রশ্ন কিনতে পারবো না। যে লোক তিনটি জায়গাতে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে যুক্ত তাকে NTA প্রধান পদে বসানো হচ্ছে। NIT, NEET আজ প্রশ্নের মুখে। মানুষের হাত থেকে শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। গ্রন্থাগারের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে প্রবলভাবে আছে। অনেকে গ্রন্থাগার খোঁজে নিজের এলাকাতে। সেখানে হয় নাই। থাকলেও কর্মীর অভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। অনেকে স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবহার করছেন।

সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

প্রতিবেদক ঃ সৌগত সাহা

।। সদ্য প্রকাশিত।।

“গ্রন্থাগার” পত্রিকা সম্মিলিত সূচি

ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

♦ বিমল কুমার দত্ত
রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা

♦ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

♦ ড: বিমলকান্তি সেন
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

♦ গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

♦ **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
Proceedings of Indkoha 2016.
Price : Rs. 500.00

♦ **Ohdedar, A. K.**
Book Classification - 1994
Price : Rs. 200.00

♦ **Bengal Library Association**
Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
Price : Rs. 200.00

♦ প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

♦ **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
Proceedings of Indkoha 2017.
Price : Rs. 500.00

♦ **Raychaudhury, Arup and others**
Proceedings of Indkoha 2019.
Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ●১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY
ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 74 No. 5 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Burman Roy August 2024

CONTENTS

	Page
Khachye kintu gilche na **(Editorial)**	3
Dr. Goutam Dutta	6
An analytical discussion of the International Coalition of Library Consortia (ICOLC)	
Maloy Ray	12
Some foreign libraries as I have seen	
11th Prabir Roy Chowdhury Commemoration Speech, 2024	16
Library News	17
Library Workers' News	19
"Certificate Course on Accessing e-Resources and Development of E-Skill for Library Users" launched by K. D. College, Medinipore	19
Association News	21
Books and Library Ideas of Vidyasagar : Seminar at Medinipore on the occasion of Library day	22
Dr. Pratap Chandra Roy & Manashi Ghosh (Roy)	24
The introduction of Womens' Higher Education in India and Calcutta University	

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Goutam Goswami 8334043952 (M)**